রবিউল আউয়ালের বিশেষত্ব

- সোমবার সম্পর্কিত মনোমুগ্ধকর তথ্যাবলী
- জান্নাতে প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার আমল
- ১০০০ বছরের ইবাদতের সাওয়াব
- রাসূল ﷺ এর যিয়ারতের ওযীফা
- খুশি থাকার ওযীফা

উপস্থাপনায়: আল-মদীনাতুল ইলমিয়্যা মজলিশ (দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

রবিউল আউয়ালের বিশেষত্ব

আত্তারের দোয়া

হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি **"রবিউল আউয়ালের বিশেষত্ব"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে এই বরকতময় মাসের বরকত দ্বারা সমৃদ্ধ করো এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় আমার প্রতি দশবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভ করবে। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৬১, হাদীস ২৯)**

শাফায়াত করে হাশর মে জু রযা কি
সিওয়া তেরে কিস কো ইয়ে কুদরত মিলি হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

রবিউল আউয়ালের শান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রবিউল আউয়াল ইসলামী বছরের তৃতীয় মাস। এই মাস ফযীলত ও সৌভাগ্যের সমষ্টি,

কেননা ঐ পবিত্র সত্তা, **যাঁকে দয়ালূ আল্লাহ** সমস্ত জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন, সেই **মহত্বপূর্ণ নবী, খাতিমুন নবীয়্যিন, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মুবারক মাসে দুনিয়ায় শুভাগমন আনেন আর এভাবেই সকল ফযীলত ও সৌভাগ্য **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের সদকায় নসীব হয়।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যাকারিয়া বিন মাহমুদ কুযওয়াইনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এটি ঐ মুবারক মাস, যাতে **আল্লাহ পাক তাঁর সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্তার সদকায় পৃথিবীবাসীর জন্য মঙ্গল ও সৌভাগ্যের দরজা খুলে দিয়েছেন, এই মাসের বার (১২) তারিখ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদত (শুভাগন) হয়।[১]

রবিয়ে পাক তুঝ পর আহলে সুন্নাত কিউঁ না কুরবাঁ হো,
কেহ তেরী বারাভী তারিখ ওহ জানে কমর আয়া।[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

“রবিউল আউয়াল” বলার কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! “রবিই” বসন্তকাল অর্থাৎ শীত ও গরমের মধ্যবর্তী ঋতুকে বলে। আরবরা বসন্তকালের শুরুর

১. আজায়িবুল মাখলুকাত, ৬৮ পৃষ্ঠা।　　২. কাবালায়ে বখশীশ, ৩৭ পৃষ্ঠা।

দিনগুলোকে **"রবিউল আউয়াল"** বলতো, এতে মাশরুম **(Mushroom)**[১] এবং ফুল ফুটতো আর যখন ফল ফলতো তখনকার দিনগুলোকে রবিউল আখির বলতো। যখন মাসের নাম রাখা হলো তখন সফরের পর এই দু'টি ঋতুর নামানুসারে রবিউল আউয়াল ও রবিউল আখির নাম রাখা হয়।[২]

রবিউল আউয়ালের মহত্বের কারণ

রবিউল আউয়ালের মহত্বের বিষয়ে কি বলবো! নিঃসন্দেহে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় তাশরীফ না আনলে তবে কোন ঈদ, ঈদ হতো না, কোন রাত শবে বরাত হতো না। বরং প্রকৃতি ও বিশ্ব জগতের সকল আলো এবং শান এই জগতের প্রাণ, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমের ধুলিরই সদকা স্বরূপ। এই মুবারক মাসের বার (১২) তারিখ অনেক সৌভাগ্য ও মহত্বপূর্ণ, এই তারিখ আশিকানে রাসূলের জন্য সকল ঈদের সেরা ঈদ।[৩]

---

১. বর্ষায় ভেজা কাঠের উপর ছাতার ন্যায় এক ধরনের ঘাস উৎপন্ন হয়, একে আরবীতে কামাতু, শাহামুল আরদ, উর্দূতে কাম্বি এবং ছিতরমার বলে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/২০) (বাংলায় ছত্রাক ও মাশরুম বলে)।

২. লিসানুল আরব, ১/১৪৩।

৩. লাতায়িফুল মাআরিফ, ১০৪ পৃষ্ঠা। মাওয়াহিবু লিদ দুনিয়া, মাকসাদুল আউয়াল, ১/৭৫।

সাহাবে রহমতে বারী হে বারাভী তারিখ,
করম কা চশমা জারী হে বারাভী তারিখ।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সোমবার সম্পর্কিত মনোমুগ্ধকর তথ্যাবলী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সোমবার শরীফ (Monday) আমাদের সবারই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের (শুভাগমনের) দিন হওয়ার পাশাপাশি এই দিন আরো অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বর্ণনা করেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সোমবার দুনিয়ায় শুভাগমন করেন এবং সোমবারই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুয়তের ঘোষণা করেন, মক্কায়ে পাক থেকে হিজরত করার সময় সোমবারেই যাত্রা করেন এবং মদীনা মুনাওয়ারায় সোমবারেই প্রবেশ করেন, সোমবারেই ওফাত শরীফ হয় এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাজরে আসওয়াদকে সোমবারেই স্থাপন করেন।[২] অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী বদরের যুদ্ধে বিজয়ও সোমবারেই অর্জিত হয়।[৩]

---

১. যওকে নাত, ১২১ পৃষ্ঠা।
২. মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দাস, ১/৫৯৪, হাদীস ২৫০৬।
৩. মু'জামু কবীর, আহাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ১২/১৮৩, হাদীস ১২৯৮৪।

বিলাদতের শুভ ক্ষণ

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হাফিয মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ প্রকাশ ইবনে নাসিরুদ্দীন দামেশকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: বিশুদ্ধ মত হলো, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদত (দুনিয়াতে শুভাগমন সুবহে সাদিকের সময় হয়েছে আর একেই মুহাদ্দীসগণ বিশুদ্ধ বলে মত দিয়েছেন।[১]

কুরবান এ্যয় দু'শনবা তুঝ পর হাজার জুময়ে,
ওহ ফযল তু নে পায়া সুবহে শবে বিলাদত।
পেয়ারে রবিউল আউয়াল তেরী ঝলক কে সদকে,
চমকা দিয়া নসীবা সুবহে শবে বিলাদত।[২]

শবে কদরের চেয়ে উত্তম রাত

ওলামায়ে কিরাম এই বিয়ষটি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন: যে রাতে আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্য মন্ডিত বিলাদত হয়েছে তা শবে কদরের চেয়েও উত্তম। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: নিশ্চয় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের রাত শবে কদরের চেয়েও উত্তম।[৩]

---

১. জামেউল আসার, ২/৭৫৭।
২. যওকে নাত, ৯৬ পৃষ্ঠা।
৩. মা'সাবতু মিনাস সুন্নাত, ১০০ পৃষ্ঠা।

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ মারযুক তিলমাসানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **মুস্তফার** বিলাদতের রাত শবে কদরের চেয়েও উত্তম হওয়ার ব্যাপারে "جَنَى الْجَنَّتَيْنِ فِىْ شَرَفِ اللَّيْلَتَيْنِ" নামক একটি কিতাব লিখেছেন: যাতে উভয় রাতের ফযীলত এবং বিলাদতের রাত উত্তম হওয়ার ব্যাপারে দলীল বর্ণনা করেন।

ওহ জু না থে তো কুছ না থা ওহ জু না হোঁ তো কুছ না হো,
জান হে ওহ জাহান কি জান হে তো জাহান হে।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রবিউল আউয়াল কিভাবে অতিবাহিত করবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা হলো ঈমানের ভিত্তি এবং ভালবাসার একটি নিদর্শন হলো যে, অধিকহারে মাহবুবের আলোচনা করা। বর্ণিত আছে: "مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهٖ" অর্থাৎ যে যাকে ভালবাসে, অধিকহারে তার আলোচনা করে।[২] সাধারনত পুরো বছরই আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কল্যাণময় আলোচনা করা এবং নিজের কথা ও কাজের

১. হাদায়িকে বখশীশ, ১৭৮ পৃষ্ঠা।
২. জামেয়ে সগীর, হরফুল মীম, ৫০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৩১২।

মাধ্যমে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসাকে প্রকাশ করা উচিৎ, কিন্তু বিশেষ করে রবিউল আউয়ালে **আল্লাহ পাকের** এই মহান নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ **মাহবুবের** আলোচনা অধিকহারে করা উচিৎ এবং এই আলোচনার কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে, যেমন; **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদে পাক পাঠ করা, নাত শরীফ পাঠ করা, তাঁর শান ও মহত্ব বর্ণনা করা, (মহল্লাবাসী ও পথচলা লোকদের এবং জনসাধারনের হকের প্রতি খেয়াল রেখে শরীয়াত অনুযায়ী) মিলাদ মাহফিল করা এবং এতে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদিও **রাসূলের** আলোচনা (যিকিরের) অন্তর্ভূক্ত, সুতরাং রবিউল আউয়ালে এসকল বিষয় আমাদের দৈনন্দিন কর্মের অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিৎ।

ঘোষণা করান

চাঁদরাতে এইভাবে তিনবার মসজিদ সমূহে ঘোষণা করান: **"সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদেরকে মোবারক বাদ, রবিউল আউয়াল শরীফের চাঁদ দেখা গিয়েছে।"**

রবিউল নূর উমিদোঁ কি দুনিয়া সাথ লে আয়া,
দোয়াউ কি কবুলিয়্যত কো হাতো হাত লে আয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাকতুবে আত্তারের ঝলক

আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা **"বসন্তের প্রভাত"** থেকে কয়েকটি মাদানী ফুল পাঠ করুন: (১) **জশ্নে বিলাদতের** খুশিতে মসজিদ, ঘর, দোকান এবং বাহনে তাছাড়া নিজ মহল্লায়ও মাদানী পতাকা উড়ান, ব্যাপাকভাবে আলোকসজ্জা করুন, নিজ ঘরে কমপক্ষে ১২টি বাল্ব তো অবশ্যই জ্বালান। (২) **জশ্নে বিলাদতের** খুশিতে কতিপয় স্থানে গান বাজানো হয়ে থাকে, এরূপ করা শরীয়াত মতে গুনাহ। (৩) **না'তে পাক** অবশ্যই চালান, তবে ছোট আওয়াজে আর এই সতর্কতার সহিত যেনো কোন ইবাদতকারী, ঘুমন্ত ব্যক্তি বা অসুস্থ রোগী ইত্যাদির কষ্ট না হয়, তাছাড়া আযান ও নামাযের সময়ের প্রতিও খেয়াল রাখুন। (মহিলাদের কণ্ঠের না'তের ক্যাসেট চালাবেন না) (৪) গলি বা সড়ক এমনভাবে সাজানো, পতাকা লাগানো যাতে পথ চলা মানুষ বা গাড়ী চলাচলে মুসলমানদের কষ্ট হয়, এটা নাজায়িয। (৫) আলোকসজ্জা দেখার জন্য মহিলাদের পরপুরুষের মাঝে পর্দাহীনভাবে বের হওয়া হারাম ও লজ্জাজনক কাজ, তাছাড়া পর্দা সহকারে মহিলাদেরও প্রচলিত

নিয়মে পুরুষদের সাথে মেলামেশা করা, এটাও খুবই দুঃখজনক। (৬) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সোমবার শরীফে রোযা রেখে নিজের বিলাদত দিবস উদযাপন করতেন। আপনিও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে **১২** রবিউল আউয়াল শরীফে রোযা রাখুন। (৭) এগারো তারিখ সন্ধ্যায় অথবা বারভী শরীফের রাতে গোসল করুন। সম্ভব হলে তবে সকল ঈদের সেরা ঈদের সম্মানের নিয়্যতে প্রয়োজনীয় ব্যবহারের সকল কিছু নতুন কিনে নিন। (৮) জশ্নে বিলাদতের খুশিতে এমন কোন কাজ করবেন না, যাতে বান্দার হক ক্ষুন্ন হয়। (৯) সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন জশ্নে বিলাদতের খুশিতে সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার নিয়্যত করে নিন। (১০) জশ্নে বিলাদতের খুশিতে আলোকসজ্জা করুন কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে জায়িয পন্থায় আলোকসজ্জা করুন। (১১) জুলুসে যতদূর সম্ভব অযু অবস্থায় থাকুন এবং নামায জামাআত সহকারে পড়ার প্রতি সজাগ থাকুন। (১২) জুলুসে **"পুস্তিকা বন্টন"** করুন অর্থাৎ মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও পুস্তিকা তাছাড়া মেমোরী কার্ড অধিকহারে বণ্টন করুন। খাবারের জিনিস ফলমুল ইত্যাদি বন্টন করতে গিয়ে ছুড়ে মারার পরিবর্তে মানুষের হাতে হাতে দিন, তা মাটিতে ছড়িয়ে

পড়া এবং পায়ের নিচে পিষ্ট হলে ঐগুলোর অসম্মানী হয়ে থাকে। জ্বালাময়ী শ্লোগান গাম্ভির্যপূর্ণ মিলাদের জুলুসকে বিক্ষিপ্ত ও বিশৃংখল করে দিতে পারে, শান্তিপূর্ণভাবে পালন করার মধ্যে নিজেদেরই কল্যাণ নিহিত। **আল্লাহ** না করুক! যদি কোথাও হালকা-পাতলা ইট পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটে যায় তবুও উত্তেজনার বশীভূত হয়ে প্রতিউত্তরের চেষ্টা করবেন না, কেননা এতে আপনার মিলাদের জুলুস ছত্রভঙ্গ এবং শত্রুর উদ্দেশ্য সাধিত হবে ॥

গুনচে চাটকে, ফুল মেহকে হার তরফ আয়ি বাহার
হো গেয়ী সুবহে বাহারাঁ ঈদে মিলাদুন নবী[১]

আরো বিস্তারিত জানার জন্য "**বসন্তের প্রভাত**" পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রবিউল আউয়ালের নফল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ এবং **তাঁর** সন্তুষ্টি অর্জনের একটি অনন্য উপায় হলো নফল ইবাদত, বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ফরয ও ওয়াজিবের পাশাপাশি অধিকহারে নফল ইবাদত করতেন।

১. ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৬৫ পৃষ্ঠা।

জান্নাতে প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য

বারভী তারিখে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রূহে পাককে উপহার পাঠানোর নিয়্যতে ২০ রাকাত নফল নামায পড়ুন এবং প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ২১বার সূরা ইখলাস (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد) পাঠ করুন। একব্যক্তি সর্বদা এই নামায পড়তো, তার স্বপ্নে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ হলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছেন: আমি তোমাকে আমার সাথে জান্নাতে নিয়ে যাবো।[১]

বাগে জান্নাত মে জাওয়ার আপনা আতা ফরমা দো,
খুলদ মে হার ঘড়ি জলওয়া মে তোমারা দেখোঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২ই রবিউল আউয়ালের রোযা

১২ই রবিউল আউয়ালের দিন রোযা রাখুন, কেননা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের দিন রোযা রাখা হলো **আল্লাহ পাকে**র নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আর এতে অনেক বেশি প্রতিদান ও সাওয়াবও রয়েছে। স্বয়ং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার (**Monday**) রোযা রেখে নিজের বিলাদত দিবস উদযাপন করতেন, যেমনটি

১. জাওয়াহেরে হামসা, ২১ পৃষ্ঠা।

হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে সোমবারের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ইরশাদ করেন: "এই দিন আমার বিলাদত হয়েছে আর এই দিনই আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয়েছে।"[১]

নেয়ামতের কৃতজ্ঞতায় রোযা

নিঃসন্দেহে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আগমনের নেয়ামত দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারীতা সমূহ পূরণ হয়ে গেছে আর এই নেয়ামতের সদকায় **আল্লাহ পাকে**র দ্বীন পরিপূর্ণ হলো, যা **তিনি তাঁর** বান্দাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং এই দ্বীনকে কবুল করা দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের জন্য সৌভাগ্য লাভের উপায়। সুতরাং এমন দিনের রোযা রাখা খুবই উত্তম, যাতে **আল্লাহ পাকে**র বান্দাদের নিকট নেয়ামত অবতীর্ণ হয়েছে।[২]

১০০০ বছরের ইবাদতের সাওয়াব

আল্লাহ পাকের মহান নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য এই মুবারক মাসে অধিকহারে নফল ইবাদত

১. মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, বাবু ইস্তিহাবি সিয়ামু সালাসাতি, ৪৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭৫০।
২. লাতায়িফুল মাআরিফ, ১০৭ পৃষ্ঠা।

করুন। **জাওয়াহেরে গাইবী**তে বর্ণিত রয়েছে: ১২ই রবিউল আউয়ালের দিন রোযা পালনকারী ১০০০ বছরের ইবাদতের সাওয়াব লাভ করে, তাছাড়া পাঁচ, ষোল এবং পঁচিশ রবিউল আউয়ালে রোযা রাখাও অনেক সাওয়াবের।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের ওযীফা

(১) রবিউল আউয়াল শরীফে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করুন। প্রথম তারিখ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন এক হাজারবার এই দরূদে পাক পাঠ করা উত্তম: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ পাঠ করে অযু সহকারে ঘুমাবে اِنْ شَآءَ الله **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব হবে।[২]

মুঝে ইয়া নবী! তেরী দীদ হো, তেরী দীদ হো মেরী ঈদ হো
তুঝে জিস নে দেখা হাজার বার! উসে ফির ভি তিশ্না লবি রাহি[৩]

(২) যে ব্যক্তি এই মাসে প্রতিদিন ইশার নামাযের পর এই দরূদ শরীফ "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ" ১১২৫ বার পাঠ করবে,

১. জাওয়াহেরে গাইবী, ৬১৭ পৃষ্ঠা।
২. ইসলামী মাহিনোঁ কি ফাযায়িল ও মাসায়িল, ৩৭ পৃষ্ঠা। ৩. ওয়াসায়িলে বখশীশ।

তবে اِنْ شَآءَ الله স্বপ্নে অবশ্যই **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে।[১]

নবী কি দীদ হামারী হে ঈদ ইয়া আল্লাহ!
আতা হো খোয়াব মে দীদারে মুস্তফা ইয়া রব![২]

(৩) যদি কেউ এই মুবারক মাসে এই দরূদ শরীফ "اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله" সোয়া লক্ষবার পাঠ করে তবে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত দ্বারা ধন্য করে দেয়া হবে।[৩]

কভী তো মুঝে খোয়াব মে মেরে মওলা
হো দীদারে মাহে আরব ইয়া ইলাহী

(৪) মুহিব্বে আলা হযরত আল্লামা শাহ মুহাম্মদ রুকনুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: যখন রবিউল আউয়ালের চাঁদ দেখা যাবে তবে সেই রাতে দুই রাকাত করে ষোল রাকাত নফল নামায পড়ুন। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد) তিনবার করে পড়ুন। যখন ১৬ রাকাত পড়া হয়ে যাবে তখন এই দরূদ শরীফটি এক হাজারবার পাঠ করুন: "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه" এবং ১২দিন পর্যন্ত পাঠ করতে থাকুন তবে **প্রিয় নবী, রাসূলে**

১. রুকরুদ্দীন, ১৬৪ পৃষ্ঠা। ২. ওয়াসায়িলে বখশীশ। ৩. রুকরুদ্দীন, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্বপ্নে যিয়ারত হবে। তবে ইশার নামাযের পর এটি পাঠ করে অযু অবস্থায় ঘুমান।[১]

মাদানী ফুলঃ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের আকাঙ্ক্ষীকে হালাল খাওয়া, সত্য বলা এবং **হাবীবে খোদা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের অনুসারী হওয়া আবশ্যক এবং অযু অবস্থায় ঘুমানো।[২]

দীদার কে কাবিল তো নেহী চশমে তামান্না
লেকিন ওহ কভী খোয়াব মে আয়ে তো আজব কিয়া

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খুশি থাকার ওযীফা

যে ব্যক্তি রবিউল আউয়ালের **১২** তারিখ এই বাক্যগুলো পাঠ করবে, সে সারা বছর খুশি থাকবে। সেই বাক্যগুলো হলো: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (৭বার) يَا اَللّٰهُ (৭বার) يَارَحْمٰنُ (৭বার) يَامَنَّانُ (৭বার) يَاحَنَّانُ (৭বার) يَارَحِيْمُ (৭বার) يَاغَفُوْرُ (৭বার) يَادَيَّانُ (৭বার) يَاسُبْحَانُ (৭বার)।[৩]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** মহান নেয়ামত ও

১. রুকরুদ্দীন, ১৬৪ পৃষ্ঠা। ২. ইসলামী মাহিনোঁ কি ফাযায়িল ও মাসায়িল, ৩৭ পৃষ্ঠা। ৩. জাওয়াহেরে হামসা, ১০১ পৃষ্ঠা।

রহমত এবং **আল্লাহ পাকের** রহমত অর্জিত হওয়াতে খুশি উদযাপন করা এবং **আল্লাহ পাকের** নেয়ামতের চর্চা করার আদেশ তো স্বয়ং **আল্লাহ পাকই** ইরশাদ করেছেন, যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۸﴾

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, **আল্লাহ**রই অনুগ্রহ তারই দয়া এবং সেটার উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিৎ। তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা উত্তম।

وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿۱۱﴾

(পারা ৩০, সূরা দোহা, আয়াত ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আপনার প্রতিপালকের নেয়ামতের খুব চর্চা করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা এই কোরআনী নির্দেশের উপর আমল করে রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদের মাহফিলের আয়োজন করে, যাতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের (শুভাগমনের) আলোচনা এবং **তাঁর** শান ও মহত্ব বর্ণনা করা হয়, যা একটি মুস্তাহাব ও উন্নতমানের কাজ।

বিলাদতে শাহে দ্বীঁ হার খুশি কি বাইস হে,
হাজার ঈদ সে ভারী হে বারাভী তারিখ।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. যওকে নাত, ১২২ পৃষ্ঠা।

মিলাদ শরীফের উদ্দেশ্য

হে আশিকানে রাসূল! মিলাদ শরীফের মাহফিল অতি উত্তম মুস্তাহাব এবং উন্নত মানের নেক কাজের অন্তর্ভূক্ত।[১] হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আব্দুর রহমান বিন জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মিলাদ উদযাপন হলো শয়তানের জন্য অপমান ও অপদস্ততা আর ঈমানদারদের জন্য ঈমান দৃঢ়ীকরণ।[২]

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান সূয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদত উদযাপনকারীর সাওয়াব অর্জিত হয়, কেননা এতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও **তাঁর** সৌভাগ্য মন্ডিত বিলাদতে খুশি ও আনন্দের বর্হিপ্রকাশ হচ্ছে। আমাদের জন্য মুস্তাহাব হলো, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ইজতিমা করা, আহার করানো এবং এই ধরনের অন্যান্য নেকী সমূহ করা তাছাড়া খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করা।[৩]

রহে গা ইঁউ হি উন কা চর্চা রহে গা, পড়ে খাক হো জায়ে জ্বল জানে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. আল হক্কুল মুবীন, ১০০ পৃষ্ঠা।
২. সবলুল হুদা ওয়ার রুশদ, আল বাবুস সা'লিসে আশারা ফি আকওয়ালুল ওলামা...., ১/৩৬৩।
৩. আল হাভী লিল ফাতাওয়া, হাসাল আল মাকসাদ ফিল মওলুদ, ১/২২২, ২৩০।

মিলাদ শরীফের উপকারীতা

আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে জশ্নে বিলাদত উদযাপন কারী অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী রহমত অর্জন করে, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জশ্নে বিলাদতে খুশি ও আনন্দ প্রকাশকারীর জন্য এই খুশি জাহান্নামের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে, যে জশ্নে বিলাদতের খুশিতে এক দিরহাম খরচ করবে তবে **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার শাফায়াত করবেন, **আল্লাহ পাক** তাকে এক দিরহামের পরিবর্তে ১০ দিরহাম দান করবেন। **হে প্রিয় মাহবুবের উম্মত!** তোমাদের জন্য সুসংবাদ, তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য কল্যাণের অধিকারী সাব্যস্ত হয়েছো। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জশ্নে বিলাদত উদযাপনকারীকে বরকত, সম্মান, কল্যাণ এবং গর্ব অর্জিত হবে, মুক্তোর পাগড়ী এবং সবুজ হুল্লা (অর্থাৎ পোষাক) পরিধান করে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ কাস্তালানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সৌভাগ্য মন্ডিত বিলাদতের দিনে মিলাদের মাহফিল করে উপকারীতা লাভের মধ্যে পরীক্ষিত উপকারীতা হলো, এই বছর সে শান্তি ও নিরাপদে থাকবে। **আল্লাহ পাক**

১. মজমুউ লাতিফুল আনসী, মওলুদুল উরুস, ২৮১ পৃষ্ঠা।

ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুক, যে বিলাদতের মাসের রাতগুলোকে ঈদ বানিয়ে নিয়েছে।[১]

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সর্বদাই মুসলমানরা **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের মাসে (মিলাদ) মাহফিল করে আসছে এবং এই মাসের রাতগুলোতে অধিকহারে সদকা ও খয়রাত করে। তাদের মাঝে এই আমলের বরকতে সব ধরনের বরকত পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই মিলাদের মাহফিলের উপকারীতায় বিশেষ ভাবে এটাও পরীক্ষিত যে, তারা সারা বছর নিরাপত্তা লাভ করে এবং এতে চাহিদা পূরণ, উদ্দেশ্য পূরণের বড়ই সুসংবাদ রয়েছে। **আল্লাহ পাক** ঐ ব্যক্তির প্রতি অনেক বেশি রহমত অবতীর্ণ করুক, যে মিলাদ মুবারকের দিন ঈদ উদযাপন করে।[২]

নূর কি ফুহার বরসী চার সু হে রৌশনি,
হো গেয়া ঘর ঘর চেরাগাঁ ঈদে মিলাদুন্নবী।
চার জানিব ধুম হে ছরকার কে মিলাদ কি,
ঝুমতা হে হার মুসলমাঁ ঈদে মিলাদুন্নবী।[৩]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. মাওয়াহিবু লিদ দুনিয়া, আল মাকসাদুল আউয়াল, যিকরে রযাআহু ওয়া মাআহু, ১/৭৮।
২. মাসাবাতু মিনাস সুন্নাতি, ১০২ পৃষ্ঠা। ৩. ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৭৯ পৃষ্ঠা।

দা'ওয়াতে ইসলামী ও জশ্নে বিলাদত

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **"দা'ওয়াতে ইসলামী"**র **জশ্নে বিলাদত** উদযাপনের নিজস্ব একটি পন্থা রয়েছে, পৃথিবীর অগণিত দেশে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ব্যবস্থাপনায় **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রাতে আজিমুশ্শান ইজতিমায়ে মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং অনেক বড় ইজতিমায়ে মিলাদ করাচী আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর বরকতের কথা কি বলবো! এখানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জানি না কতজন সৌভাগ্যবানের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এক আশিকে রাসূলের কিছুটা এরূপ বর্ণনা হলো: **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রাতে কাকড়ি গ্রাউন্ড, করাচিতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ে মিলাদে আমরা কিছু ইসলামী ভাই উপস্থিত হলাম। আলোচনা চলাকালে এক ইসলামী ভাই বলতে লাগলো: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইজতিমায়ে মিলাদে পূর্বে অনেক ভাবাবেগ সৃষ্টি হতো, এখন আগের মত আর নেই। একথা শুনে অপরজন বললো: বন্ধু! তোমার এখানে ভুল হচ্ছে, ইজতিমায়ে মিলাদের ধরন তো একই আছে কিন্তু আমাদের মনের অবস্থা আগের মতো নেই, **হুযুর পুরনূর**

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা কিভাবে পরিবর্তন হবে! আমাদের মানসিকতাই পরিবর্তন হয়ে গেছে! আজো যদি আমরা সমালোচনার শুষ্ক গর্তে হাবুডুবু খাওয়ার পরিবর্তে ভক্তি সহকারে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর ধ্যানে ডুব দিয়ে না'ত শরীফ শ্রবণ করি, তবে اِنْ شَآءَ الله আশাকরি দয়া হবেই। প্রথম ইসলামী ভাইয়ের শয়তানী প্ররোচনা সম্বলিত দায়িত্বহীন অভিযোগ যদিও মনে সন্দেহের উদ্রেক ঘটিয়ে ইজতিমায়ে মিলাদ থেকে বঞ্চিত করে ঘরে ফিরিয়ে নেয়ার মতো ছিলো, কিন্তু অপর ইসলামী ভাইয়ের উত্তরকে শতকোটি মারহাবা! কেননা তা নফসে লাওয়ামাকে জাগ্রতকারী এবং শয়তানকে তাড়ানোর মতো ছিলো। অতএব এই যথাযথ উত্তরটি প্রভাবের তীর হয়ে আমার হৃদয়ে গেঁথে গেলো, আমি সাহস করে পা বাড়ালাম এবং **মিলাদুন্নবী**র ইজতিমার মধ্যখানে পৌঁছে গেলাম এবং আশিকানে রাসূলের সাথে চুপচাপ বসে গেলাম আর না'তের ছন্দময় মাধুর্যে বিভোর হয়ে গেলাম। **সুবহে সাদিকে**র সোনালি সময় নিকটবর্তী হলো, সকল আশিকানে রাসূল **বসন্তের প্রভাত**কে অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়িয়ে গেলো, ইজতিমায় এক প্রেমের আভাস উদ্ভাসিত ছিলো, চারিদিকে **মারহাবা**র শ্লোগান চলছিলো, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে দরূদ ও সালামের উপহার

পেশ করা হচ্ছিলো, আশিকানে রাসূলের চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো, আমার মাঝেও আশ্চর্য এক অনুভুতি কাজ করছিলো, আমার গুনাহে ভরা দুই চোখে দেখলাম চারিদিক থেকে রহমতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে, যেনো পুরো ইজতিমাটাই রহমতের বৃষ্টিতে গোসল করছিলো, আমি আমার চামড়ার চক্ষু বন্ধ করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর মনোরম ধ্যানে নিমজ্জিত হয়ে দরূদ ও সালাম পাঠ করছিলাম। হঠাৎ আমার অন্তরের চোখ খুলে গেলো, সত্যই বলছি, যার জশ্নে বিলাদত উদযাপন করা হচ্ছিলো, সেই প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আমি গুনাহগারের উপর দয়া করলেন এবং আমাকে তাঁর দূর্লভ দীদার দান করলেন।** اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দীদারে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **দ্বারা কলিজা একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেলো।** আসলেই ঐ ইসলামী ভাই সত্যই বলেছিলেন যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মিলাদুন্নবী**র ইজতিমা আগের মতোই ভাবাবেগ সম্পন্নই আছে, কিন্তু আমাদের নিজেদের অবস্থারই পরিবর্তন হয়ে গেছে, যদি আমরা মনোযোগি থাকি, তবে আজও **তাঁর** জলওয়া সর্বব্যাপী।

আঁখ ওয়ালা তেরে জাওবন কা তামাশা দেখে,
দীদায়ে কাউর কো কিয়া আয়ে নযর কিয়া দেখে।

কোয়ী আয়া পা কে চলা গেয়া, কোয়ী ওমর ভর ভি না পা সাকা,
ইয়ে বড়ে করম কে হে ফয়সেলে ইয়ে বড়ে নসীব কি বাত হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জশ্নে বিলাদত উদযাপনের ১৩টি নিয়্যত

(১) কোরআনী নির্দেশ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** আর আপনার প্রতিপালকের নেয়ামতের খুব চর্চা করুন।)[১] এর উপর আমল করে **আল্লাহ পাকের** সবচেয়ে বড় নেয়ামতের চর্চা করবো। (২) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জশ্নে বিলাদতের খুশিতে আলোকসজ্জা করবো। (৩) জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام বিলাদতের রাতে যে তিনটি পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, তাঁর অনুসরনে পতাকা উড়াবো। (৪) ধুমধাম সহকারে জশ্নে বিলাদত উদযাপন করে অমুসলিমদের মাঝে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বের প্রভাব বিস্তার করবো (ঘরে ঘরে আলোকসজ্জা এবং মাদানী পতাকা দেখে অমুসলিমরা অবশ্যই অবাক হবে যে, মুসলমানরা তাদের নবীর বিলাদতকে খুবই পছন্দ করে) (৫) প্রকাশ্য সাজসজ্জার পাশাপাশি তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে নিজের বাতিনকেও সজ্জিত করবো। (৬) ১২ তারিখ

১. পারা ৩০, সূরা দোহা, আয়াত ১১।

রাতে ইজতিমায়ে মিলাদে এবং (৭) **ঈদে মিলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিনে বের হওয়া জুলুসে মিলাদে অংশগ্রহণ করে **আল্লাহ পাক** ও **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিকিরের সৌভাগ্য এবং (৮) ওলামা ও (৯) নেককার লোকদের যিয়ারত (১০) আশিকানে রাসূলের নৈকট্যের বরকত অর্জন করবো (১১) জুলুসে মিলাদে যথা সম্ভব অযু সহকারে থাকবো আর (১২) মসজিদে জামাআত সহকারে নামায বর্জন করবো না। (১৩) সামর্থ্য অনুযায়ী **"পুস্তিকা বন্টন"** করবো। (অর্থাৎ মাকাতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা ইত্যাদি মিলাদের জুলুসে বন্টন করবে)।

হে মুস্তফার প্রতিপালক! আমাদের আনন্দচিত্তে এবং ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে জশ্নে বিলাদত উদযাপনের তৌফিক দান করো আর জশ্নে বিলাদতের সদকায় আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসে বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার দান করো।

বখশ দেয় হাম কো ইলাহী! বেহরে মিলাদুন্নবী,
নামায়ে আমাল ইচইয়াঁ সে মেরা ভরপুর হে।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৭৭ পৃষ্ঠা।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

রবিউল আউয়ালের মিলাদ শরীফ

(হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رحمة الله عليه এর পক্ষ থেকে:)

রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ **হুযুরে আনওয়ার** صلى الله عليه وسلم এর বিলাদত পাকের (শুভাগমনের) খুশিতে রোযা রাখা সাওয়াবের কাজ। কিন্তু উত্তম হলো, দুইটি রোযা রাখুন আর এই মাসে মিলাদ শরীফের মাহফিল করার দ্বারা সারা বছর ঘরে বরকত ও সবধরণের নিরপত্তা বিরাজ করে। (রুহুল বয়ান, পারা: ২৬, ফাতাহ, ৯/৫৭)

এটির অনেক পরীক্ষা করা হয়েছে আর ১১তম ও ১২তম তারিখের মধ্যবর্তী রাত সারা রাত জাগ্রত থাকুন, এই রাতে গোসল করুন, নতুন কাপড় পরিধান করুন, সুগন্ধি লাগান, বিলাদত শরীফের খুশি উদযাপন করুন, আর একেবারে ঠিক সুবহে সাদিকের সময় মিলাদ ও কিয়াম করুন। ان شاء الله যে কোন নেক দোয়া করবেন কবুল হবে। খুবই পরীক্ষিত। বিশ্বাস থাকা জরুরী। ঔষধবিহীন রোগী ও বিপদগ্রস্থদের উপর পরীক্ষা করা হয়েছে, বিশুদ্ধ পেয়েছি। কিন্তু মিলাদ ও কিয়াম এর সময় (দোয়া কবুলের) খুবই সঠিক সময়। (ইসলামী যিন্দেগী, ১০২ পৃষ্ঠা)

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৬৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net